◆ ADVT ◆
এখানে বিজ্ঞাপন দিন
98700 06472 · need24.digital

NEED 24 NEWS
हर ख़बर, हर शहर

নীড 24 নিউজ

প্রতিটি খবর, প্রতিটি শহর

◆ ADVT ◆
এখানে বিজ্ঞাপন দিন
98700 06472 · need24.digital

DIGITAL E-PAPER

PRGI APPLICATION UNDER PROCESS
Application No. T/GJ/2026/0619/2304/1577

GST
GSTIN 24CINPG0564Q1ZT

UDYAM REGISTERED
UDYAM-GJ-14-0003714

◆ DIGITAL NEWS NETWORK ◆
ভারতের বিশ্বস্ত বহুভাষিক ডিজিটাল নিউজ নেটওয়ার্ক
11+ Languages | 24×7 Live | e-Paper Daily

আমাদের App ডাউনলোড করুন
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

www.need24.digital
info@need24.in
+91 98700 06472
FOLLOW US:

তেজ় | সটীক | নিষ্পক্ষ | জনহিত में | সच की आवाज़ | जन-जन की आवाज़ | निडर पत्रकारिता

TRIPURA | নীড 24 নিউজ · প্রতিটি খবর, প্রতিটি শহর | 18 November 2026

AUTOMOBILE

আল বেঙ্গল ড্রাইভার মহাসংঘের সমাবেশের সূচনা কলকাতায়



আল বেঙ্গল ড্রাইভার মহাসংঘের সমাবেশের সূচনা কলকাতায়, সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ড্রাইভাররা একত্রিত হতে চলেছে।

সমাবেশের আয়োজন পুনরায় শুরু হওয়ায়, বিভিন্ন অঞ্চলের ড্রাইভাররা "ভাই বন্ধুরা" নামে একত্রিত হয়ে সংস্থার লক্ষ্য ও সমস্যাগুলি আলোচনা করবে।

সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য হল ড্রাইভারদের কাজের শর্ত, বেতন ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত দাবি উপস্থাপন করা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

— Sekh Mehebul Alam, Kolkata

হেলিকপ্টারে বেলডাঙায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, ভারত সেবাশ্রমে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা! নারী নির্যাতন রুখতে কড়া বার্তা



হেলিকপ্টারে বেলডাঙায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, ভারত সেবাশ্রমে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা! নারী নির্যাতন রুখতে কড়া বার্তা

মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙায় হেলিকপ্টারে চেপে পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার তার আগমনকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই বেলডাঙায় ছিল ব্যাপক প্রশাসনিক তৎপরতা। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে তার এই সফর ঘিরে আশ্রম চত্বরজুড়ে তৈরি হয় উৎসবের আবহ। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নেওয়া হয়েছিল নিশ্ছিদ্র পুলিশি ব্যবস্থা।

হেলিকপ্টার থেকে নামার পর কড়া নিরাপত্তার বলয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে আসা হয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে। গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সাধারণ মানুষের উদ্দেশে হাত নেড়ে অভিবাদন জানান তিনি। এরপর নিরাপত্তারক্ষীদের ঘেরাটোপে আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে গোটা এলাকায় জোরদার করা হয় পুলিশি নজরদারি। নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ডায়াল ১১২-এর তিনটি মোটরবাইককে এলাকায় টহল দিতে দেখা যায়। বারবার টহলদারির মাধ্যমে পরিস্থিতির উপর নজর রাখেন পুলিশকর্মীরা। আশ্রমের বাইরে যেমন ছিল কড়া নিরাপত্তা, তেমনই ভিতরে প্রবেশের ক্ষেত্রেও নেওয়া হয় বিশেষ সতর্কতা। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে প্রবেশ করতে আসা প্রত্যেক ব্যক্তিকে মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে পরীক্ষা করার পরেই ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছিল।

অন্যদিকে, এই সফরে নারী সুরক্ষার বিষয়েও কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। মহিলাদের উপর অত্যাচার বা নির্যাতনের ঘটনা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তাও দেন মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষেই মুখ্যমন্ত্রীর বেলডাঙা সফর। পুজোকে কেন্দ্র করে আগে থেকেই সাজিয়ে তোলা হয়েছিল গোটা আশ্রম চত্বর।

সব মিলিয়ে, মুখ্যমন্ত্রীর বেলডাঙা সফর ঘিরে একদিকে যেমন ছিল ধর্মীয় উৎসবের আবহ, অন্যদিকে তেমনই নজর কেড়েছে প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নারী সুরক্ষা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা।

— BALAI PRAMANIK

মানবীর ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল সায়েন্স অলিম্পিয়াডের পরীক্ষা



মানবীর ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হল সায়েন্স অলিম্পিয়াড ফাউন্ডেশনের পরীক্ষা। মঙ্গলবার পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে দেখা গেল পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভিড়। নির্বিঘ্নে পরীক্ষা হয় এদিন। মূলত এস.ও.এফ সায়েন্স অলিম্পিয়াড ফাউন্ডেশন পরীক্ষায় ৪৬ জন পরীক্ষার্থী'র মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৪৪ জন, অনুপস্থিত ছিল ২ জন। এদিন পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস ও মনোযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের শান্তিপূর্ণ ও মনোরম পরিবেশের প্রশংসার পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ঠ সন্তোষ প্রকাশ করেন। জানা যায়, মানবাজার মহকুমা এলাকায় প্রথম মানবীর ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে সায়েন্স অলিম্পিয়াড ফাউন্ডেশনের পরীক্ষা শুরু হয়। পাশাপাশি সাফল্যের সঙ্গে এই স্কুলে তিন বছর ধরে সায়েন্স অলিম্পিয়াডের পরীক্ষা হয়ে আসছে। মানবাজার মহকুমা এলাকা ছাড়াও বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন পরীক্ষাতে।

— Amaresh Dutta

মহা সাড়ম্বরে উদযাপিত ছট উৎসব: আস্থা ও ঐতিহ্যের মিলন মানবাজারে



সারা দেশে শ্রদ্ধার সাথে পালিত হচ্ছে ছট উৎসব।ছটপুজো ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও পবিত্র উৎসব। বিশেষত বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয় এই মহাপর্ব।একই চিত্র দেখা গেল পুরুলিয়ার মানবাজার শহরে। রবিবার মানবাজারে সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে ছট উৎসব। ছটপুজোয় সূর্যদেব এবং ছটি মাইয়ার আরাধনা করা হয়। পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি, সন্তানের দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনায় বহু ভক্ত এই নিয়ম মেনে ব্রত পালন করেন। অনেকে এই পুজোকে সূর্যষষ্ঠীও বলে। প্রতিবছর কার্তিক মাসের শুক্ল তিথিতে ছট পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মহিলারা মূলত পরিবার কল্যানে ছট পূজার ব্রত করে থাকেন।পাশাপাশি মানবাজারে ছট পুজো উপলক্ষ্যে দেখা গেল এক উৎসবমুখর পরিবেশ। শুক্লা চতুর্থী থেকে চারদিনের ব্রত পালন করে ব্রতীরা ছট মায়ের পুজো করেন। এই চারদিন কঠোর নিয়ম মেনে সূর্য দেবতার আরাধনা করা হয়। উপবাস পালনের পর নদী বা পুকুরের ঘাটে গিয়ে সূর্যকে দুধ, জল ও ফলের অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়।ছট পুজোর আয়োজন ঘিরে এদিন উৎসবের রূপ নেয় মানবাজারে। মানবাজার সাপুকুর পুজোর জন্য নবরূপে সেজে ওঠে।বাঙালি-অবাঙালি, হিন্দি ভাষী সকলেই মিলেমিশে এই পুজোর আয়োজন ও আনন্দে অংশ নেন এদিন।

— Amaresh Dutta

মানবাজার সৌখিন নাট্য সংস্থার যাত্রাপালা "মা মাটি মানুষ"



মানবাজার স্বপন সুব্রত হাইস্কুল ময়দানে রবিবার জমকালো আয়োজনে রয়্যাল তরুণ সংঘ স্পোর্টস এন্ড কালচারের যাত্রা ইউনিট সৌখিন নাট্য সংস্থার পরিবেশনায়, সজল চক্রবর্ত্তীর নির্দেশনায় অনুষ্ঠিত হল ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত "মা মাটি মানুষ"।এদিন দর্শকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। নাট্য সংস্থার পক্ষ থেকে জানা যায়, বাংলায় গ্রামীণ সমাজ, কৃষকজীবন, ভুমির অধিকার এবং সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামকে কেন্দ্র করে রচিত এই যাত্রাপালা। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারনা এই যাত্রাপালায় গ্রাম বাংলার সমাজব্যবস্থা, শোষণ-বঞ্চনা এবং কৃষকদের অধিকার রক্ষার প্রশ্ন বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। স্থানীয়দের মতে, গ্রামের সাধারণ মানুষ, কৃষক ও শ্রমজীবীদের জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাত্রাপালাটিতে ফুটে উঠেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, অধিকার আদায়ের আকাঙ্খা এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা। পাশাপাশি মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা, কৃষি জমির গুরুত্ব এবং মানুষের মর্যাদা রক্ষার বার্তাই এই যাত্রাপালার উদ্দেশ্য। এটি কেবল একটি যাত্রাপালা নয়, এটি বাংলার মাটি ও মানুষের অধিকার, আত্মমর্যাদা এবং সংগ্রামী চেতনার এক বলিষ্ঠ প্রকাশ বলে ধারনা বুদ্ধিজীবি মহলের।

— Amaresh Dutta

জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৯



জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৯

পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৯



জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৯

মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রামের নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ছোট বাথান গ্রামে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ। ঘটনায় দুই পক্ষের মোট ৯ জন আহত হয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একটি জমি জরিপের কাজ চলাকালীন হঠাৎই দুই পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। এরপর সেই বচসা হাতাহাতি ও সংঘর্ষের রূপ নেয়। ঘটনায় উভয় পক্ষের মোট ৯ জন আহত হন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নবগ্রাম থানার পুলিশ। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহতদের প্রথমে পলসন্ডা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করা হয়। পরে তাঁদের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহতদের মধ্যে তিনজনের আঘাত গুরুতর বলে জানা গিয়েছে।

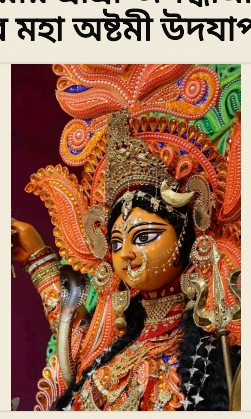
অন্যদিকে, ঘটনার তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই পক্ষের মোট চারজনকে নবগ্রাম থানায় নিয়ে এসেছে পুলিশ।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে নবগ্রাম থানার পুলিশ।

— BALAI PRAMANIK

LOCAL

পুরুলিয়ায় শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী পুজোর মহা অষ্টমী উদযাপন



পুরুলিয়ার সরকার পাড়ায় শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী পুজোর মহা অষ্টমী সাড়ম্বরে পালিত হলো।

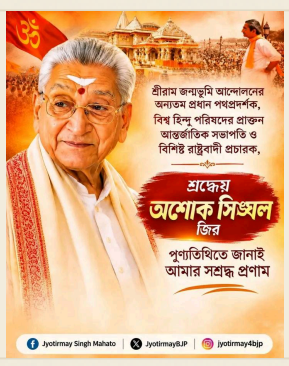
এই পুজোতে ভক্তরা ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করে পূজা সম্পন্ন করেন এবং দেবীর প্রতি আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানান।

পূজার শেষে ভোজনভোজে অংশগ্রহণকারীরা ঐতিহ্যবাহী খাবার উপভোগ করেন, যা স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐক্যকে আরও দৃঢ় করে।

— Soumitra Paul

RELIGION

শ্রদ্ধেয় অশোক সিঙ্ঘলের পুণ্যতিথিতে শ্রীরাম আন্দোলনের পথপ্রদর্শকের প্রতি শ্রদ্ধা



শ্রীরাম জন্মভূমি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পথপ্রদর্শক, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন আন্তর্জাতিক সভাপতি ও বিশিষ্ট রাষ্ট্রবাদী প্রচারক অশোক সিঙ্ঘলের পুণ্যতিথি আজ পালন করা হয়েছে।

অশোক সিঙ্ঘল শ্রীরাম আন্দোলনের কৌশলগত পরিকল্পনা ও সংহতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক নেতৃত্বে হিন্দু ধর্মের স্বার্থ রক্ষায় সক্রিয় ছিলেন।

ব্যক্তিবর্গ পুণ্যতিথিতে শোক প্রকাশ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন; প্রতিবেদকও এই পবিত্র দিনে অশোক সিঙ্ঘলের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন।

— Soumitra Paul

RELIGION

রামানন্দ মিশনের উদ্যোগে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে হনুমান চালিশা পাঠ, উপস্থিত ছিলেন বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি শ্রী সমীক ভট্টাচার্য



রামানন্দ মিশনের উদ্যোগে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে একটি বিশাল ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে সম্মিলিতভাবে হনুমান চালিশা পাঠ করা হয়।

এই পাঠের অংশগ্রহণকারী সংখ্যা পাঁচ লক্ষের কাছাকাছি, যা স্থানীয় ধর্মীয় সমাবেশের ঐতিহাসিক মাত্রা তুলে ধরে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শ্রী সমীক ভট্টাচার্য, যিনি অনুষ্ঠানের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ইভেন্টটি রামানন্দ মিশনের সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে পরিচালিত হয়েছে, যা ধর্মীয় ঐক্য ও সাংস্কৃতিক সংহতি বৃদ্ধিতে সহায়ক বলে বিবেচিত।

— SANJIB KUMAR ROY, Kolkata

RELIGION

সুন্দরু অধিকারী উপস্থিত হন নেটাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে পাঁচ লাখ কণ্ঠে হানুমান চ্যালিসা সমাবেশে



পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সুন্দেু অধিকারী নেটাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হানুমান চ্যালিসা সমাবেশে উপস্থিত হন, যেখানে পাঁচ লাখ কণ্ঠে একসাথে হানুমান চ্যালিসা পাঠ করা হয়। এই সমাবেশটি রামানন্দ মিশন দ্বারা আয়োজিত এবং বৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশের অংশ হিসেবে পরিচালিত হয়।

সমাবেশে উপস্থিত ভক্তদের সমবেত কণ্ঠস্বর এবং স্টেডিয়ামের গর্জনময় পরিবেশ ধর্মীয় উত্সাহকে উজ্জীবিত করে। হানুমান চ্যালিসা পাঠের সময় সবার মুখে একতাবদ্ধতা ও আস্থা স্পষ্ট দেখা যায়, যা আধ্যাত্মিক শক্তি ও সামাজিক ঐক্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

মুখ্যমন্ত্রী অধিকারী সমাবেশের সময় উপস্থিত ভক্তদের প্রতি সম্মান জানিয়ে উপস্থিতি জানান এবং রামানন্দ মিশনের ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেন। তবে কোনো নির্দিষ্ট মন্তব্য বা ভাষণ উল্লেখ করা হয়নি।

রামানন্দ মিশন এই ধরনের বৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্য রাখে, এবং এই উদ্যোগে সরকারী সমর্থন ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজে ধর্মীয় ঐক্য ও শান্তি বজায় রাখার প্রচেষ্টা স্পষ্ট হয়েছে।

— SANJIB KUMAR ROY, Kolkata

৫ লক্ষ কণ্ঠে হনুমান চালিসা, নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতি



রামানন্দ মিশন কর্তৃক সংগঠিত আধ্যাত্মিক সমাবেশে ৫ লক্ষেরও বেশি অংশগ্রহণকারী একসাথে হনুমান চালিসা পাঠ করেন। সমাবেশটি কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়, যা বৃহৎ জনসমাগমের জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।

সমাবেশের প্রধান আকর্ষণ ছিল পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতি। তিনি সমাবেশে অংশগ্রহণকারী ধর্মীয় উত্সাহীদের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে, ধর্মীয় ঐক্য ও সামাজিক শান্তির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

আয়োজক রামানন্দ মিশন উল্লেখ করেছে যে, এই সমাবেশের লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় সুরক্ষা ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করা। উপস্থিতির সংখ্যা ও একসাথে চালিসা পাঠের দৃশ্য স্থানীয় ও সামাজিক মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে শেয়ার হয়েছে।

— SANJIB KUMAR ROY, Kolkata

RELIGION

পশ্চিমবঙ্গে কার্তিক পুজো ও দেবতা কার্তিকের পুরাণিক শক্তি অস্ত্রের গল্প



কার্তিক পুজো পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যেখানে কার্তিকের মূর্তি অন্যের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া এবং সেখানে ফেলে দেওয়ার রীতি রয়েছে। এই রীতিকে কিছু লোক নিজের সন্তান হিসেবে গণ্য করে বিশেষ আদর-স্নেহের সঙ্গে পালন করে।

তবে এই ভক্তিমূলক আচরণে অতিরিক্ত আদিক্যেতা না করার জন্য সতর্কতা থাকা প্রয়োজন, কারণ কার্তিক সাধারণ দেবতা নয়; তিনি যুদ্ধের দেবতা, দেবসেনার প্রধান এবং মঙ্গল গ্রহের সঙ্গে যুক্ত।

পুজনির্বাহের সময় কার্তিকের দু'ধরনের শক্তি উল্লেখযোগ্য—দেবসেনা এবং বল্লী। প্রচলিতভাবে তাকে তীর ও ধনুক হাতে দেখা যায়, তবে তার প্রধান অস্ত্র হল "শক্তি" বল্লম, যার ফল পাতার মতো।

এই শক্তি অস্ত্র পার্বতী দেবী তাঁর জন্য তৈরি করেছেন এবং তিনি সতর্ক করে বলেছেন যে অন্য কোনো দেবতা তা স্পর্শ করলে তা ভস্মে পরিণত হবে। পুরাণে বলা হয়েছে, অসুর সুরপদ্ম যখন কার্তিকের শক্তি অস্ত্রের আঘাতে আক্রান্ত হয়, তখন তার দেহ দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে ময়ূর ও মোরগে রূপান্তরিত হয়; ময়ূর কার্তিকের বাহন, মোরগ তার ধ্বজে স্থাপিত হয়।

এই কাহিনী নারায়ণী স্তুতিতে "ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেনঘে" বাক্য দিয়ে উল্লেখিত হয়েছে, যা কার্তিকের শক্তি ও তার প্রতীকী বাহনকে তুলে ধরে।

— Soumitra Paul

বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির নতুন সভাপতি শাখারভ সরকার



মলয় মহাজনকে সরিয়ে বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির নতুন সভাপতি শাখারভ সরকার

নতুন দায়িত্ব পেয়ে দলীয় নেতৃত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, মানুষের পাশে থাকার বার্তা নবনিযুক্ত জেলা সভাপতির

বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি পদে বড়সড় রদবদল। মলয় মহাজনকে সরিয়ে নতুন জেলা সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন ৭০ নম্বর রেজিনগর বিধানসভার বিধায়ক শাখারভ সরকার। তার এই নতুন দায়িত্ব গ্রহণকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চর্চা।

মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম ব্লকের গুড়া-পাশলা অঞ্চলের বিলোল গ্রামে বিলোল সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজোর বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে নতুন দায়িত্ব পাওয়া নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া জানালেন নবনিযুক্ত জেলা সভাপতি শাখারভ সরকার।

তিনি জানান, এই দায়িত্ব তার কাছে নতুন নয়। এর আগেও ২০২১ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত তিনি বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন। দল তাকে অতীতে যে দায়িত্ব দিয়েছে, তা তিনি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। আগামী দিনেও দলের দেওয়া নতুন দায়িত্ব একইভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন বলে জানান তিনি।

পাশাপাশি, আগামী দিনে মানুষের পাশে থেকে কাজ করার বার্তাও দেন নবনিযুক্ত জেলা সভাপতি। দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি।

নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর সংগঠন পরিচালনা থেকে শুরু করে আগামী দিনের রাজনৈতিক কর্মসূচি—সবকিছু নিয়েই তার পরিকল্পনা কী, তা জানতে রাজনৈতিক মহলে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এখন দেখার, নতুন নেতৃত্বে বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সংগঠন আগামী দিনে কোন পথে এগিয়ে যায়।

— BALAI PRAMANIK

POLITICS

স্বাস্থ্য মন্ত্রী ঘোষণা করলেন সরকারি জমি জনগণের কাছে ফেরত দেওয়া হবে



স্বাস্থ্য মন্ত্রী আজ দিল্লিতে একটি সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, বর্তমানে বিভিন্ন দপ্তরের অধীনে থাকা সরকারি জমি একত্রিত করে জনগণের কাছে ফেরত দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে।

মন্ত্রী জানান, এই উদ্যোগের মাধ্যমে জমির সঠিক হিসাব রাখা হবে এবং যেসব জমি জনগণের জন্য উপযুক্ত, সেগুলো পুনরায় বরাদ্দ করা হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই পদক্ষেপ জনগণের জন্য উপকারী হবে এবং জমির অপব্যবহার রোধে সহায়তা করবে।

মন্ত্রীর মতে, জমি ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও দ্রুত সম্পন্ন হবে এবং জনগণের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই উদ্যোগে বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতা অপরিহার্য।

গোষ্ঠী ও স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্যরা মন্ত্রকের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

মন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক সমর্থন ও সমালোচনা উভয়ই এসেছে, তবে তিনি স্পষ্ট করেন যে, এই পদক্ষেপটি জনগণের স্বার্থে নেওয়া হয়েছে।

— SANJIB KUMAR ROY

জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করেই মন্ত্রীর সামনে ক্ষোভ উগরে দিলেন অসহায় মা! অনুদানের টাকা বন্ধের অভিযোগ বিলোলে



জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করেই মন্ত্রীর সামনে ক্ষোভ উগরে দিলেন অসহায় মা! অনুদানের টাকা বন্ধের অভিযোগ বিলোলে

নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ: উৎসবের আবহে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করতে মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের বিলোল গ্রামে গিয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী গৌরীশংকর ঘোষ। মন্ত্রীর হাত ধরে দুটি জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন ঘিরে যখন গ্রামজুড়ে উৎসবের আমেজ, ঠিক তখনই সামনে এল এক অন্য ছবি। পুজো মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে আসার সময় মন্ত্রীকে সামনে পেয়েই সরকারি অনুদানের টাকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলে সরব হলেন গ্রামের এক অসহায় মহিলা। তার অভিযোগ ঘিরে মুহূর্তের মধ্যেই তৈরি হয় চাঞ্চল্য।

ঘটনাটি গতকাল রবিবার ১৫ই নভেম্বর সন্ধ্যার সময়ের। মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম ব্লকের গুড়া-পাশলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিলোল গ্রামে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করতে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী গৌরীশংকর ঘোষ। এদিন আমিরাবাদ বিলোল উত্তরপাড়া সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো মণ্ডপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তিনি। পাশাপাশি বিলোল সার্বজনীন পুজোরও সূচনা হয় মন্ত্রীর হাত ধরে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নবগ্রামের বিধায়ক দিলীপ সাহা- নবগ্রাম থানার OC জগন্নাথ ঘোষ, লালবাগ কোর্টের OC সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

তবে পুজো উদ্বোধনের পর মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে আসার সময়ই মন্ত্রীর কাছে নিজের অভাব-অভিযোগের কথা তুলে ধরেন ওই মহিলা। তার দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তিনি সরকারি অনুদানের টাকা পাচ্ছেন না। কেন তার প্রাপ্য টাকা বন্ধ রয়েছে, তা নিয়ে মন্ত্রীর কাছে সরাসরি জানতে চান তিনি। উৎসবের আনন্দের মাঝেই এক অসহায় মহিলার এই অভিযোগ ঘিরে তৈরি হয় বিশেষ আলোচনার পরিবেশ।

পরে মন্ত্রী চলে যাওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওই মহিলা জানান, তার অভিযোগ শোনার পর মন্ত্রী তাকে আশ্বাস দিয়েছেন। মহিলার বক্তব্য অনুযায়ী, মন্ত্রী তাকে বলেছেন, “ঠিক আছে, দেখা যাবে। আমি আবার আসব, দেখা করব। তখন আবার বলবেন, দেখবেন ঠিক হয়ে যাবে।”

তবে ঠিক কী কারণে ওই মহিলার সরকারি অনুদানের টাকা বন্ধ রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখে আদৌ তার সমস্যার সমাধান হয় কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন ওই মহিলা।

একদিকে মন্ত্রীর হাত ধরে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন ঘিরে ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকল বিলোল গ্রাম, অন্যদিকে উৎসবের মঞ্চেই উঠে এল সাধারণ মানুষের সরকারি সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ার অভিযোগ। সব মিলিয়ে পুজোর আনন্দের পাশাপাশি এক অসহায় মায়ের এই আবেদনও এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে নজর কাড়ল।

— BALAI PRAMANIK

বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে নিশানা করে তৃণমূল-সিপিএম জোটের কটাক্ষ, ২০৯ ওয়ার্ডে কো-অর্ডিনেটর হবেন বিজেপি



সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একটি রাজনৈতিক নেতা স্পষ্টভাবে তৃণমূল-সিপিএম জোটের সমালোচনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন, কলকাতা পুরসভা মেয়রকে কেউ চলে যেতে বলেনি, না কোনো পশ্চিমবঙ্গের মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বরং তৃণমূলই কলকাতা, হাওড়া সহ অন্যান্য কর্পোরেশনগুলিতে অচলাবস্থা তৈরি করেছে এবং এখন তৃণমূল সিপিএমকে কোর্টে পাঠিয়ে দিয়েছে, দুই দল এক হয়ে গিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে নিশানা করে বলেন, পূর্বে রাজ্যসভায় তৃণমূলের পাশে বসতে লজ্জা পেতেন, এখন তাদের অনুরোধে সাড়া দিয়েছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর তাঁদের দলের লোকই হবেন এবং দায়িত্ব কারা নেবে তা দলই নির্ধারণ করবে।

নেতা আরও উল্লেখ করেন, ভোট পিছিয়ে গেলে বিজেপিরই সুবিধা হবে, কারণ ভোট বিলম্বে বিজেপির লোকদেরই বসার সুযোগ থাকবে। একই সময়ে তিনি দলের শৃঙ্খলার বার্তা দিয়ে বলেন, কিছু জায়গায় পুলিশকে মণ্ডল সভাপতি হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে, আর কিছু মণ্ডল সভাপতি ভাবছেন তারা যা বলবেন পুলিশ তা শোনবে।

সংক্ষেপে, তিনি পুরভোট নিয়ে তৃণমূল-সিপিএম জোটকে কঠোরভাবে কটাক্ষ করে স্পষ্ট করে জানান যে ২০৯ ওয়ার্ডে কো-অর্ডিনেটর হিসেবে শুধুমাত্র বিজেপি লোকই থাকবে।

— SANJIB KUMAR ROY, Kolkata

খড়গ্রামে বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডল সংখ্যালঘু মোর্চার কর্মী সম্মেলন, সংগঠন মজবুত করার বার্তা নেতৃত্বের



খড়গ্রামে বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডল সংখ্যালঘু মোর্চার কর্মী সম্মেলন, সংগঠন মজবুত করার বার্তা নেতৃত্বের

শক্তিশালী করা এবং সংখ্যালঘু মোর্চার কর্মীদের নতুন করে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম ব্লকে রবিবার অনুষ্ঠিত হয় বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডল সংখ্যালঘু মোর্চার কর্মী সম্মেলন। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মী ও নেতৃত্বের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি ইউনুস খান। কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি সংগঠনের ভিত আরও মজবুত করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি আগামী দিনে সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত করতে কর্মীদের সক্রিয়ভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে কাজ করার বার্তাও দেন।

এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ৩ নম্বর মণ্ডল সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি হায়দার আলী, ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি মিঠুন ঘোষ, সংখ্যালঘু মোর্চার সহ-সভাপতি আব্দুল লতিফ-সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

সম্মেলনে সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করা এবং কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বাড়ানোর বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়। নেতৃত্বের বক্তব্যে উঠে আসে, আগামী দিনে দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

সব মিলিয়ে, খড়গ্রামে বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডল সংখ্যালঘু মোর্চার এই কর্মী সম্মেলনকে আগামী দিনের সাংগঠনিক প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছেন দলীয় নেতৃত্ব।

— BALAI PRAMANIK

RELIGION

শিলিগুড়িতে চাট পুজোর সময় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সেবা ক্যাম্প



শিলিগুড়ি মহানগরে চাট পুজো উপলক্ষে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে একটি সেবা ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পে অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তার এবং মেডিক্যাল টিমসহ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়, যাতে সকল পূর্ণাথিত্রী ও দর্শনার্থীর ত্বরিত সেবা নিশ্চিত করা যায়।

ক্যাম্পে উপস্থিত দর্শনার্থীদের ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং জল ও চা ছত্রের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে তাদের আরামদায়ক পরিবেশ নিশ্চিত হয়। অনুষ্ঠানটি মাতৃভূমির ছবির সামনে পুষ্প দিয়ে মোম প্রদীপ জ্বালিয়ে শুরু করা হয়, যা অনুষ্ঠানকে শোভাযাত্রা প্রদান করে।

পশ্চিমবঙ্গে সব ঘাটে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সেবা ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে, যাতে দর্শনার্থীদের সুবিধা বৃদ্ধি পায় এবং ধর্মীয় উৎসবের সময় স্বাস্থ্য ও সেবা নিশ্চিত হয়।

— Sujit Bose, Siliguri

RELIGION

বহরমপুরে ছট পুজোর প্রস্তুতির জন্য বিধায়ক সুব্রত মৈত্র গঙ্গার ঘাট পরিদর্শন



বহরমপুরের বিধায়ক শ্রী সুব্রত মৈত্র জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ছট পুজোর প্রস্তুতির অংশ হিসেবে গঙ্গার বিভিন্ন ঘাট পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনের সময় গঙ্গার ঘাটগুলোর নিরাপত্তা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পুজো-অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো যাচাই করা হয়।

বিধায়ক সুব্রত মৈত্র গঙ্গার ঘাটে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় বাড়ানোর গুরুত্ব উল্লেখ করেন।

— Anirban Mandal

অরিজিৎ দুয়ারী, ভারতীয় জনতা পার্টির ইন্দাস বিধানসভার সোশ্যাল মিডিয়া কো কনভেনার।



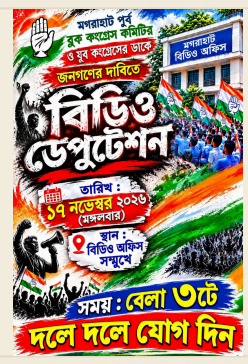
অরিজিৎ দুয়ারী,

ভারতীয় জনতা পার্টির ইন্দাস বিধানসভার সোশ্যাল মিডিয়া কো কনভেনার।

— Giasuddin Mandal

POLITICS

মগরাহাট পূর্ব ব্লকে কংগ্রেসের ডাকে সাধারণ মানুষ করবে গণ ডেপুটেশন



মগরাহাট পূর্ব ব্লকে কংগ্রেসের ডাকে ১৭ নভেম্বর মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় সাধারণ মানুষ গণ ডেপুটেশন দিতে যাচ্ছে।

এই ডেপুটেশনটি কংগ্রেস ব্লক কমিটি ও যুব কংগ্রেসের আহ্বান অনুসরণে আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে স্থানীয় নাগরিকরা তাদের অভিযোগ ও মতামত প্রকাশ করবে।

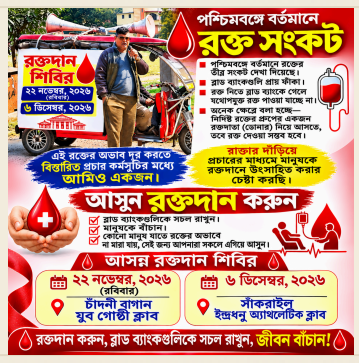
অনুষ্ঠিত হবে; উপস্থিতির সংখ্যা ও নির্দিষ্ট এজেন্ডা এখনো প্রকাশিত হয়নি, তবে সংগঠকরা নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

স্থানীয় প্রশাসন ডেপুটেশনকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তুত, কোনো প্রতিবন্ধকতা বা অশান্তি না ঘটাতে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছে।

— Subrata banerjee

HEALTH

বেঙ্গলে রক্তের সংকট



বেঙ্গলে রক্তের সংকটের খবর প্রকাশিত হয়েছে।

এই সংকটের প্রভাব স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের উপর পড়ছে।

অধিক তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে।

— DIBYENDU BANERJEE, Howrah

RELIGION

ছট পুজোর প্রাচীন ইতিহাস ও চার দিনের ভক্তি: সূর্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধা



ছট পুজো, ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও পবিত্র সূর্য উপাসনার উৎসব, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে পালিত হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, বৈদিক যুগ থেকেই সূর্যদেবের উপাসনা চলে আসছে এবং এই উৎসবের ইতিহাস বহু প্রাচীন।

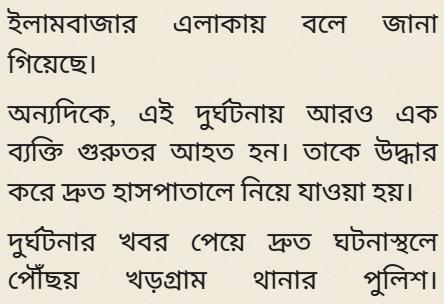
মহাভারতের সঙ্গে সম্পর্কিত লোককথায় বলা হয়, কর্ণ সূর্যদেবের পুত্র ছিলেন এবং তিনি প্রতিদিন সূর্যদেবের উপাসনা করতেন, জলে দাঁড়িয়ে অর্ঘ্য নিবেদন করতেন। একইভাবে, দ্রৌপদীও সূর্যদেবের উপাসনা করেছিলেন, যার ফলে পাণ্ডবরা নানা বিপদ থেকে মুক্তির শক্তি পেয়েছিলেন। রামায়ণের গল্পে, ১৪ বছর বনবাস শেষে অযোধ্যায় ফিরে ভগবান রাম ও মাতা সীতা সূর্যদেবের উপাসনা করেছিলেন।

ছট পুজো সাধারণত চার দিন ধরে পালিত হয়। প্রথম দিন ‘নহায়-খায়’ পবিত্র স্নানের মাধ্যমে শুরু হয়; দ্বিতীয় দিন ‘খরনা’ সারাদিন উপবাসের পর সন্ধ্যায় পূজা ও প্রসাদ গ্রহণ; তৃতীয় দিন ‘সন্ধ্যা অর্ঘ্য’ অস্তগামী সূর্যকে নদী বা জলাশয়ে দাঁড়িয়ে অর্ঘ্য নিবেদন; চতুর্থ দিন ‘উষা অর্ঘ্য’ ভোরে উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য দিয়ে উপবাসের সমাপ্তি।

ছঠি মাইয়ার আশীর্বাদ লাভ করা, পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি, সন্তানদের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনা করা। ছট পুজো শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি পবিত্রতা, শৃঙ্খলা, প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং সামাজিক সম্প্রীতির এক অনন্য প্রতীক।

— Soumitra Paul

জয়পুর মোড়ে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত খালাসি, গুরুতর আহত আরও এক



জয়পুর মোড়ে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত খালাসি, গুরুতর আহত আরও এক

খড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ: মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রামে ফের পথ দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটল। দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক খালাসির। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে আরও এক ব্যক্তি। রবিবার খড়গ্রাম থানার অন্তর্গত জয়পুর মোড় সংলগ্ন এলাকায় এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কান্দি মহকুমার জয়পুর মোড় সংলগ্ন এলাকায় দুটি গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় গাড়িতে থাকা এক খালাসি গুরুতরভাবে আহত হন। শেষ পর্যন্ত ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। মৃত খালাসির বাড়ি বীরভূম জেলার ইলামবাজার এলাকায় বলে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, এই দুর্ঘটনায় আরও এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খড়গ্রাম থানার পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটি সরানোর ব্যবস্থা করার পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। গাড়ির চালকদের অসতর্কতা, নাকি অন্য কোনও কারণে এই সংঘর্ষ, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

জয়পুর মোড়ের এই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় এলাকায় শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি বারবার পথ দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় এলাকার পথ নিরাপত্তা নিয়েও নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

— BALAI PRAMANIK